ডি.পি.এস.ডি.ইউ. অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

গঠনতন্ত্র (Draft)

পটভূমি:

ধারা-১: নাম: বাংলা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডি.পি.এস.ডি.ইউ.এ.এ.)

ইংরেজী: 'পপুলেশন সায়েন্সেস ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন' (ডি.পি.এস.ডি.ইউ.এ.এ.)

ধারা-২: প্রধান কার্যালয়: অ্যাসেসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে। তবে, প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশে এর শাখা খোলা যাবে।

ধারা-৩: বর্তমান ঠিকানা: পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা - ১০০০।

ধারা-৪: সংজ্ঞা: বিষয় ও প্রসঙ্গেও প্রয়োজনে অনুরূপ না হইলে এই গঠনতন্ত্রে:

ক. 'অ্যাসোসিয়েশন' অর্থ ডি.পি.এস.ডি.ইউ. অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।
খ. 'অ্যালামনাই' অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে, 'পপুলেশন সায়েন্সেস' বিভাগ-এর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনকারী যে কোন ব্যক্তি।
গ. 'ধারা ও বিধি' অর্থ অত্র গঠনতন্ত্রের এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি ও উপ-বিধিসমূহ।
ঘ. 'বৎসর' অর্থ ১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
ঙ. 'সদস্য' অর্থাৎ - সাধারণ, আজীবন, সম্মানিক এবং সহযোগী সদস্য।
চ. 'সম্পত্তি' অর্থ নগদ তহবিলসহ অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ।
ছ. 'স্নাতক' অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে, 'পপুলেশন সায়েন্সেস' বিভাগ-এর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সনদ প্রাপ্ত অথবা প্রাপ্তির যোগ্য ব্যক্তি।
জ. 'কর্মচারী' অর্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

ধারা-৫: আওতা: সমগ্র বাংলাদেশ। যে কোন দেশে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাবে।

ধারা-৬: মর্যাদা: 'অ্যাসোসিয়েশন' একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংস্থা।

ধারা-৭: উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে, 'পপুলেশন সায়েন্সেস' বিভাগ-এর অ্যালামনাইদের কল্যাণে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে 'অ্যাসোসিয়েশন' পরিচালিত হবে:

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অত্র বিভাগের ভাবমূর্তি উন্নত করা;
খ. অ্যালামনাইদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃবোধ স্থাপন এবং একে-অন্যকে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করা;
গ. ডি.পি.এস.ডি.ইউ.-এর শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করা;
ঘ. সাহায্য পাওয়ার যোগ্য শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য একটি পৃথক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা;
ঙ. অ্যালামনাইদের জন্য সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, প্রদর্শনী, ও আমোদ ভ্রমণের আয়োজন করা।
চ. নিয়মিত 'বুলেটিন' সাময়িকী, পুস্তক মুদ্রণ ও বিভিন্ন প্রকাশনা করা;
ছ. সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;
জ. দেশে ও বিদেশে অ্যালামনাইদের সংগঠন গড়ে তোলা;
ঝ. ডি.পি.এস.ডি.ইউ.-এর শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা;

ঞ. বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা;

ট. বিভাগীয় গবেষণা ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

ঠ. আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সভা, সেমিনার প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা;

ড. উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সহায়ক এরূপ অন্য সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা;

ধারা-৮: শাখা:

ক. ন্যূনতম ১৫ জন অ্যালামনাই সমন্বয়ে বিদেশে অত্র অফিসের শাখা খোলা যাবে।

খ. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাখার নাম হবে, ডি.পি.এস.ডি.ইউ. অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ----- শাখা (স্থানের নাম)।

গ. শাখাসমূহ নিজ নিজ স্থানে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করবে।

ঘ. শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন ও সদস্যদেও তালিকা অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিবের বরাবর নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।

ঙ. শাখার সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বলে গণ্য হবেন। তবে, তাঁর ইচ্ছা করলে ডি.পি.এস.ডি.ইউ. অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ মূল অ্যাসোসিয়েশনের ও সদস্য হতে পারবেন।

চ. অনুমোদিত প্রকল্পব্যয় নির্বাহের জন্য অ্যাসোসিয়েশন শাখাসমূহের নামে অর্থ বরাদ্দ করতে পারবে।

ছ. অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ সংশ্লিষ্ট কোন কাজে যে কোন শাখা ডি.পি.এস.ডি.ইউ.এ.এ.-এর কাছে অর্থ পাঠাতে পারবে।

জ. সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটি সম্পর্কিত বিধানগুলি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাখাসমূহের কমিটি ও সাধারণ সভার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ঝ. বিদেশস্থ শাখাসমূহ বাংলাদেশে তাদেও কার্যক্রম কেন্দ্রের অর্থাৎ ডি.পি.এস.ডি.ইউ. অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর সাথে সুষ্ঠু সমন্বয় পূর্বক পরিচালনা করবে।

ধারা-৯: সদস্য: সাধারণ সদস্যপদ কেবলমাত্র ৪ (খ) ধারা তে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

ক. **সাধারণ সদস্য:** সাধারণ সদস্যপদ কেবলমাত্র ৪ (খ) ধারা তে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

খ. **আজীবন সদস্য:** অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য কেবলমাত্র ৪ (খ) ধারা তে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

গ. **সম্মানিক সদস্য:** কার্যনিবাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে সেইসব নন-অ্যালামনাইদের, যারা অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থের উন্নয়নে/পরিবর্ধনে সহায়ক এমন স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গকে সম্মানিক সদস্যপদ প্রদান করতে পারবে। তবে, সম্মানিক সদস্যদের কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে না।

ঘ. **সহযোগী সদস্য:** বিভাগে স্নাতক পর্যায়ে ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৪র্থ সেমিষ্টারে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ নামমাত্র রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদানপূর্বক সহযোগী সদস্য হতে পরিবেন। সহযোগী সদস্যদের কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে না।

ধারা-১০: সদস্যভুক্তির নিয়মাবলী: পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর যে কোন অ্যালামনাই অত্র অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মে অর্জিত সর্বোচ্চ ডিগ্রী ও পাশের সন উল্লেখপূর্বক মহাসচিব বরাবর আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদন কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলেই আবেদনকারী অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। শর্ত থাকে যে, কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোন আবেদন গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখান করার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

ধারা-১১: সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা:

ক. সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়া, আলোচনায় অংশগ্রহণ ও প্রস্তাব পেশ করা।

খ. বিধি মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা দাবি করা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব চাওয়া।

গ. অ্যাসোসিয়েশনের যে কোন কমিটিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা (সম্মানিক ও সহযোগী সদস্য ব্যতীত)।

ঘ. ভোট প্রদান করা (সম্মানিক ও সহযোগী সদস্য ব্যতীত)।

ঙ. অ্যাসোসিয়েশনের কোন প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

চ. সংগঠনের উন্নয়নের স্বার্থে পরামর্শদান বা নির্বাচন কমিশনে কাজ করা।

ধারা-১২: সদস্যপদ বতিল: নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদ বাতিল হবে, যদি কোন সদস্য

ক. স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন; সদস্যপদ ত্যাগে ইচ্ছুক সদস্যকে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র মহাসচিবের নিকট পাঠাতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। এ'বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

খ. সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের প্রাপ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হন;

গ. যদি মৃত্যুবরণ করেন;

ঘ. মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হন;

ঙ. অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র, বিধি ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হন অথবা কোন সদস্যেও আচরণ বা কার্যকলাপ অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থহানিকর বা ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হন;

চ. আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন।

ধারা-১৩:বহিস্কার: কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশন বা গঠনতন্ত্র বহির্ভূত বা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-এর বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কোন কাজ করলে এবং এতদবিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করে ও তার প্রাথমিক তদন্ত পূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে তার সদস্যপদ স্থগিত এবং অভিযোগ দন্ডে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাকে বহিস্কার করা যাবে।

ধারা-১৪:পুনঃসদস্যভুক্তি: যে সকল সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হবে তিনি/তারা কার্যনির্বাহী কমিটির শর্তপুরণ এবং ধারা ১০ অনুযায়ী সদস্যপদ পুনর্বহালের আবেদন করলে কার্যনির্বাহী কমিটি তা বিবেচনা করতে পারবে। কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তার বা সদস্য পদত্যাগ/অব্যাহতি/অনাস্থা/বহিস্কার/অপসারণ/মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন শূন্য নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে কো-অপশনের মাধ্যমে উক্ত শূন্যপদ পুরণ করতে পারবে।

ধারা-১৫:পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা:

ক. অ্যালমনাইদের মধ্য হতে বরেণ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা অ্যাসোসিয়েশনের কল্যাণে অবদান রেখেছেন, তাদেরকে অ্যাসেসিয়েশনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া যাবে। এই মনোনয়ন তালিকা এবং উপদেষ্টামন্ডলীর গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলী সময়ে সময়ে কার্যনির্বাহী কমিটি চূড়ান্ত করবে, যা প্রয়োজনবোধে পুর্ণবিন্যাস করা যেতে পারে।

খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ-এর চেয়ারম্যান মহোদয় পদাধিকার বলে ডি.পি.এস.ডি.ইউ.এ.এ.-এর প্রধান পৃষ্ঠাপোষক থাকবেন। চেয়ারম্যান মহোদয়-এর অনুপস্থিতিতে তার মনোনীত বিভাগীয় শিক্ষক প্রধান পৃষ্ঠাপোষক-এর দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারবেন।

ধারা-১৬: সাংগঠনিক কাঠামো: সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ-

ক. সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে সাধারণ পরিষদ।

খ. সাধারণ পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের চুড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হবে। প্রতিবছর কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজনে একাধিকবার বিশেষ/জরুরী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

গ. সাধারণ পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে। সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট সভার সভাপতির নিকট তাহা উপস্থাপন করতে হবে এবং সভাপতি ১০ দিনের মধ্যে তার অনুমোদন প্রদান করবেন।

ধারা-১৭: সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান:

ক. সভাপতির নির্দেশে মহাসচিব কমপক্ষে এক সপ্তাহের নোটিশে সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করতে পারবেন। তবে, বার্ষিক সাধারণ সভা কমপক্ষে এক মাসের নোটিশে আহবান করতে হবে।

খ. কোন জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভা যে কোন সময়ের নোটিশে আহবান করার জন্য মহাসচিবকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

ধারা-১৮: সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম: সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি তথা কোরাম হবে নূন্যপক্ষে ৫০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে, তবে নির্দিষ্ট তারিখে সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের আধা ঘন্টার মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হন এবং অন্য কোন ঘোষণা না থাকে, উক্ত সাধারণ পরিষদের সভা মুলতবী গণ্য হবে এবং পরবর্তী সপ্তাহে একই দিনে, একই সময়ে ও একই স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে। মুলতবী সভার পরবর্তী সপ্তাহের অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টার মধ্যে সদস্যদের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি না থাকলেও উপস্থিত সদস্যদের নিয়েই সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেইক্ষেত্রে সভায় প্রয়োজনীয় উপস্থিতি আছে বলে বিবেচিত হবে। সাধারণ সভা যদি সদস্যদের তলবী সাধারণ সভা হয়, তবে অনুপস্থিতির কারণে ঐ সভা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা-১৯: সাধারণ পরিষদের তলবী সভাঃ সাধারণ পরিষদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত তলবী পত্র অনুসারে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করবেন। তলবীপত্র পাওয়ার তারিখ হতে ১৫দিনের মধ্যে সভা না আহবান করলে তলবী সভার জন্য পত্রে দস্তখতকারীগণ নিজেরাই যথাযথ বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমেই কেবল সেই নির্দিষ্ট বিষয়টি নিস্পতি করিবার জন্য সভা আহবান করতে পারবেন এবং উপস্থিত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ ভোটে সিদ্ধান্ত হবে।

ধারা-২০: কার্যনির্বাহী কমিটি:

ক. অ্যাসোসিয়েশনের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে।

খ. অ্যাসোসিয়েশনের ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত সদস্যগণই কার্যনির্বাহী কমিতে নির্বাচিত হবেন এবং সংবিধানের ২৪ ধারা অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভায় তাহাদের পরবর্তী কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. কার্যনিবাহী কমিটির মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহনের পর হতে ২ বৎসর থাকবে। তবে, এই গঠনতন্ত্র মোতাবেক অনুষ্ঠেয় পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ৩০ জুন ২০২০-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

ঘ. মেয়াদ শেষ হইবার ন্যূনতম ১ মাস পূর্বে পরবর্তী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যদি নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়, তবে সভাপতি সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করতে পারবেন। এই কমিটি তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবেন।

ঙ. কার্যনির্বাহী কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কার্যনির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপস্থিতি বলে গণ্য হবে।

চ. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন বা ভোটে গৃহীত হবে।

ছ. কার্যনির্বাহী কমিটিতে ন্যুনতম এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্যর অর্ন্তভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

জ. সভাপতি/মহাসচিবের অবহতি ব্যতীত কোনো কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে 'অযোগ্য' বলে বিবেচিত হবেন ও তার পদ শূন্য হবে।

ধারা-২১: কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য:

সভাপতি: ১ জন

সহ-সভাপতি: ২ জন

মহাসচিব:	১ জন
কোষাধ্যক্ষ:	১ জন
যুগ্ম-মহাসচিব:	১ জন
সাংগঠনিক সচিব:	১ জন
সাংস্কৃতিক সচিব:	১ জন
জনসংযোগ সচিব:	১ জন
দপ্তর সচিব:	১ জন
নির্বাহী সদস্য:	৫ জন
মোট:	১৫ জন

ধারা-২২: কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

ক. শূন্য পদ/নৈমিত্তিক শূন্যপদে সদস্য/কর্মকর্তা নিয়োগ দান:

খ. কমিটির মধ্য হতে নৈমিত্তিক শূন্য পদে কর্মকর্তা নির্বাচন:

গ. কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কমিটির ভিতরের অথবা বাইরের সদস্যদের নিয়ে কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন; তবে শর্ত থাকে যে, এ'ধরনের কমিটি ও সাব-কমিটির বিবেচনার জন্য বিষয়াবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হবে এবং এই কমিটিতে এক বা একাধিক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবেন; সাব-কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে যে কোন একজন চেয়ারম্যান/আহবায়ক হবেন এবং একজন সদস্য কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করবেন। গঠিত কমিটি শুধুমাত্র নির্ধারিত বিষয়াবলীর জন্য কাজ করবে;

ঘ. গঠনতন্ত্র ও বিধিসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এমন সব মত প্রয়োগ করতে পারবে, যা গঠনতন্ত্র ও বিধির পরিপন্থী নয় অথচ সুস্পষ্টভাবে গঠনতন্ত্রে ও বিধিসমূহে লিপিবদ্ধ নাই;

ঙ. নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

চ. হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করবে;

ছ. অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক এর সার্বিক উন্নয়ন ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কাজ করবে;

জ. কার্যনির্বাহী কমিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণসভা, বার্ষিক সাধারণসভা ও জরুরী সাধারণসভার সময়, তারিখ, স্থান ইত্যাদি নির্ধারণ করবে;

ঝ. অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় খরচ অনুমোদন করবে;

ঞ. উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক মনোনীত এবং এর সংখ্যা নির্ধারণ করবে;

ট. অ্যাসোসিয়েশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ উপ-পরিষদ গঠন করবে;

ঠ. হিসাব নিরীক নিয়োগ করবে;

ড. অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবে;

ঢ. প্রবেশ ফি এবং সাধারণ ও জীবন সদস্যদের দেয় চাঁদার হার কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

ণ. ঢাকায় প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দু'টি জাতীয় দৈনিক (একটি হবে বাংলা) পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সাধারণ সভার নোটিশের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। তবে এরূপ নোটিশে তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ থাকবে। এই নোটিশ উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবার কমপক্ষে ১৫দিন পূর্বে প্রকাশ করতে হবে;

ত. কার্যনির্বাহী কমিটির নৈমিত্তিক শূন্যপদ পুরণের মতামত কমিটির হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং এর শূন্যপদের বিষয়টি এজেন্ডাভূক্ত করে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতে অনুরূপ শূন্যপদ পুরণ করতে হবে।

থ. কমিটির উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য উপ-বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। তবে উক্ত উপ-বিধি গঠনতন্ত্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হতে পারবে না। আরও শর্ত থাকে যে, কার্যনিবাহী কমিটি বার্ষিক সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

ধারা-২৩: কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

সভাপতি:

ক. অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান হবেন;
খ. তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন, এবং সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন;
গ. তিনি সভার প্রস্তাবাবলী ও সিদ্ধান্তাবলী অনুমোদন করবেন;
ঘ. প্রয়োজনবোধে তিনি গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা, উপ-ধারার ব্যাখ্য/সিদ্ধান্ত দিবেন এবং তাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
ঙ. সমানসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে কাস্টিং ভোট দিতে পারবেন।
চ. জরুরী প্রয়োজনে ন্যূনতম চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে যে কোন সময় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ডাকতে পারবেন।
ছ. অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে যে কোন দায়িত্ব পালন সহ নতুন নতুন গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহন পূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটিকে অবহিত করবেন।

সহ-সভপতি:

ক. সাধারণভাবে সভাপতিকে সার্বিক কাজে সহায়তা করবেন;
খ. সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সহ-সভাপতিগণ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় সভাপতিত্ব করবেন;
গ. মেয়াদপূর্তির আগেকোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হইলে ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির হিসাবে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

মহা-সচিব:

ক. অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন;
খ. সভাতির পরামর্শক্রমে তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় সভা আহবান করবেন;
গ. সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা এবং বিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন;
ঘ. বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও অডিট রিপোর্ট কার্যনির্বাহী কমিটিতে ও সাধারণ সভায় পেশ করবেন;
ঙ. সভাপতির পরামর্শক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন;
চ. অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোন অনুমোদিত দলিল ও চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করবেন;
ছ. বিভাগীয় সচিব ও নির্বাহী সদস্যদের কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য উপদেশ ও পরামর্শ দিতে পারবেন;
জ. সচিববৃন্দকে তাঁহাদের নিজ নিজ দফতরের কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য উপদেশ ও পরামর্শ দিতে পারবেন;
ঝ. নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত, বেতন বৃদ্ধি ছুটি মঞ্জুর ও যৌক্তিক পর্যায়ে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন;
ঞ. নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক রির্পোট/রিটার্ণ দাখিল করবেন
ট. কমিটির অনুমোদনক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে মামলা-মোকাবেদ দায়ের ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন;
ঠ. তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট জবাবদিহি করবেন;
ড. সভাপতির পরামর্শক্রমে মহাসচিব সাত দিনের নোটিশে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবান করবেন।
ঢ. সভাপতির পরামর্শক্রমে মহাসচিব সাত দিনের নোটিশে কিংবা প্রয়োজনানুসারে জরুরি অন্যান্য সভাসহ কার্যনির্বাহী কমিটির নিয়মিত সভা আহ্বান করবেন;
ণ. অ্যাসোসিয়েশনের সীলমোহর মহাসচিব তার নিজ হেফাজতে রাখবেন।

কোষাধ্যক্ষ:

ক. অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য তা পেশ করবেন;
খ. নিরর্ধারিত ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের টাকা রাখার বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

গ. অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ বার্ষিক নিপোর্ট আকারে সাধারণ সভায় পেশের জন্য সময়মত তৈরি করে দিবেন এবং বার্ষিক অডিট করাবেন;

ঘ. অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল বৃদ্ধিও জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং তাহা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করবেন;

ঙ. সদস্যদের বাৎসরিক চাঁদা ও অন্যান্য অনুদান ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

চ. চাঁদা আদায়ের রসিদ বই, আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়ার বই, চেক বই, অ্যাসোসিয়েশনের সকল প্রকার হিসাবপত্র, বিল-ভাউচার ও হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কাগজপত্র তার তত্ত্বাবধানের থাকবে;

ছ. তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় ব্যয় যথাসম্ভব চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন;

জ. অ্যাসোসিয়েশনের জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য মহাসচিবের জ্ঞাতসারে তিনি সর্বোচ্চ ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) নিজের কাছে নগদ রাখতে পারবেন;

ঝ. প্রচলিত হিসাব বিজ্ঞানের সকল আধুনিক হিসাব রক্ষণ নীতি অ্যাসোসিয়েশনের হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজন্য হবে যা কোষাধ্যক্ষ'র তদারকিতে পরিচালিত হবে।

যুগ্ম-মহাসচিব:

ক. যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাসোসিয়েশনের কার্যে মহাসচিবকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনে মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন;

খ. মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-মহাসচিব মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন

সাংগঠনিক সচিব:

ক. তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করবেন;

খ. সভাপতি ও মহাসচিবের সঙ্গে তিনি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখিবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গ. অ্যাসোসিয়েশনকে শক্তিশালী করার জন্য ডি.পি.এস.ডি.ইউ. অ্যালামনাইদের সাথে যোগযোগ স্থাপন করবেন এবং সদস্য সংখ্যা বাড়ানো প্রচেষ্টা চালাইবেন;

ঘ. অ্যাসোসিয়েশনের শাখা গঠনের বিষয়ে তিনি মতামত দিবেন ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

সাংস্কৃতিক সচিব:

অ্যাসোসিয়েশনের সকল বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদি, যেমন: সংগীত, নাটক, নৃত্য, ক্রীড়া, ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সাময়িকী/মুখপত্র ইত্যাদি প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন।

জনসংযোগ সচিব:

ডি.পি.এস.ডি.ইউ.'র অ্যালমনাইদের মধ্যে অত্র এসোসিয়েশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও চলতি কর্মসূচীসমূহ প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মসূচীর আয়োজন করবেন এবং এই উদ্দেশ্য প্রচারপত্র, পোষ্টার, লিফলেট ও পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের অনুকুলে সকল কার্যক্রম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন। বিশেষ বাহক মারফত, ডাকযোগ অথবা খবরের কাগজের মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিকট নোটিশ প্রেরণ করবেন।

দপ্তর সচিব:

ক. অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগ আয়োজত বিভিন্ন গবেষণামহলক কর্মকান্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন এবং বিদেশের সাথে যোগাযোগর মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশনের ভাবমূর্তি তুলে ধরবেন। মহাসচিবের সাথে পরামর্শক্রমে দপ্তর সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের ও সকল শাখার রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমের পরিসংখ্যান ও রিপোর্ট তৈরি করবেন এবং তাহা সংরক্ষণ করবেন।

খ. অ্যাসোসিয়েশনের শাখাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও বিভিন্ন কর্মসূচীর সমন্বয় রক্ষা করবেন। ডি.পি.এস.ডি.ইউ. অ্যালমনাই অ্যাসোসিয়েশনের website রক্ষণাবেক্ষন করবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সকল তথ্য website-এ লিপিবদ্ধ করবেন।

কার্যনির্বাহী সদস্য:

ক. সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দের অনুপস্থিতিতে সংস্থার সভায় উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করবেন।
খ. মহাসচিব বা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।
গ. কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনায় সর্ব প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

ধারা-২৩: কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন:

ক. সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।
খ. কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই মাস পূর্বে সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে নির্বাহী কমিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন এবং উক্ত কমিশনের একজন সদস্যকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দান করবেন।
গ. নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহি কমিটির সহযোগিতায় ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন।
ঘ. নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের এক মাস পূর্বে নির্বচনী তফসিল ঘোষণা করবেন।
ঙ. অ্যাসোসিয়েশনের সকল বৈধ সদস্য ভোটার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে আসন্ন নির্বাচনের অন্তত ষাট দিন পূর্বে যাহারা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হবেন, তারাই নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
চ. যে কোন পদের প্রার্থী হতে হইলে তাকে অবশ্যই ভোটার হতে হবে।
ছ. নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্যই নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকবে।
জ. প্যানেল যুক্তভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে যে কোন পদে যে কোন প্রার্থী প্রতিদন্দিতা করতে পারবেন। তবে এক ব্যক্তি যুগপৎ একের অধিক পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।
ঝ. নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
ঞ. কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করে ফলাফল ঘোষণা করতে হবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার ১৫ দিনের মধ্যে বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবেন।

ধারা-২৪: অনাস্থা প্রস্তাব:

ক. কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্য লিখিতভাবে সভাপতিকে নোটিশ প্রদান করবেন। নোটিশ প্রাপ্তির পর সভাপতি সাধারণ সভা আহবান করবেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণ সভায় মোট সদস্য সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ সদস্যেও উপস্থিতিতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হবে।
খ. অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের অথবা শূন্যপদ পুরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
গ. অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ পাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সভাপতি সাধারণ সভা আহবান না করলে অনাস্থা প্রস্তাবকারীগণ নিজেরাই সাত দিনের নোটিশ সাধারণ সভা আহবান করে সদ্ধিান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্দে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে উক্ত সভায় কমপক্ষে পাঁচ জন সদস্যেও একটি অন্তবর্তীকালীন বা কেয়ারটেকার কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

বিধি-২৫: অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ যে কোন বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা-২৬: পদত্যাগ: কার্যনির্বাহি কমিটির কোন কর্মকর্তা/সদস্য পদত্যাগ করতে চাহিলে তিনি কারণ উলে-খপূর্বক সভাপতি বরাবর পদত্যাগপত্র পেশ করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা যাবে।

এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত পদত্রাগপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা-২৭: অব্যাহতি: কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাহী কমিটির কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সদস্য দ্বারা অ্যাসোসিয়েশনের নির্ধারিত কাজ বা দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়, তাহলে কমিটি উক্ত কর্মকর্তা ও সদস্যকে নোর্টিশ দিবেন এবং পরবর্তী কালে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে উক্ত কর্মকর্তা বা সদস্যকে নিজ দায়িত্ব হতে বা নির্বাহী কমিটি হতে অব্যাহতি দিতে পারবেন। তবে কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের জন্য ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হইলে তাকে ৭ দিনের নোটিশে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করে তার জবাব প্রাপ্তির পর উপ-কমিটির মাধ্যমে যাচা-বাছাই করে কার্যনির্বাহী কমিটি অব্যাহতির বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সদস্যের কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

ধারা-২৮: বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ: বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদিত হবে:

ক. মহাসচিব কর্তৃক প্রণীত ও কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা অনুমোদিত বার্ষিক রির্পোট বিবেচনা;
খ. বিগত বছরের 'অডিট রিপোট' বিবেচনা ও হিসাব নিকাশ অনুমোদন;
গ. কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ও কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত বাজেট অনুমোদন;
ঘ. ধারা-২৩ অনুসারে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ'
ঙ. প্রয়োজনবোদে গঠনতন্ত্র ও বিধি প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন ও অনুমোদন
চ. সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা।
ছ. সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হবে। সমান সমান ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি কাস্টিং বা নির্ধারণী ভোট দিতে পারবেন।

ধারা-২৯: তহবিল: তহবিলসহ সকল সম্পত্তি অ্যাসোসিয়েশনের নামে অর্জিত, স্বীকৃত ও পরিচালিত হবে এবং তাহা অ্যাসোসিয়েশনের নিকট ন্যস্ত থাকবে। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা, সদস্যদের চাঁদা এবং সরকার হতে অনুদান লইয়া অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল গঠিত হবে।

অ্যাসোসিয়েশনের তিন প্রকার তহবিল থাকবে যথা- সাধারণ তহবিল, ডিউটি তহবিল ও প্রজেষ্ট তাহবিল। এই তিন প্রকার তহবিলের অর্থ সাধারণ পরিষদেও সভায় সম্ভাব্য দিক-নিদের্শনা মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোন তফসিলী ব্যাংক (ব্যাংক সমূহে) অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখিবেন।

ধারা-৩০: প্রজেষ্ট তহবিল, ডিউটি তহবিল ও সাধারণ তহবিল:

ক. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্জিত অর্থ বিশেষ তহবিলে জমা রাখিতে হবে।
খ. সকল জীবন সদস্যের চাঁদা ডিউটি তহবিলে জমা হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি চলতি বছরের অর্জিত চাঁদার অনধিক শতকরা ৫০ ভাগ সাধারণ তহবিলে স্থানান্তও করতে পারবে (স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িক ঋণ হিসাবে)।
গ. প্রবেশ ফি, বার্ষিক চাঁদা ও বিবিধ সূত্রে প্রাপ্ত বৎসরের বার্ষিক চাঁদা এসোসিয়েশনের স্বার্থে অগ্রিম প্রদান করতে হবে।
ঘ. জীবন সদস্য ব্যতীত সকল সদস্যকে প্রত্যকে বৎসরের বার্ষিক চাাঁদা অগ্রিম প্রদান করতে হবে।

ধারা-৩১: বিনিয়োগ: অ্যাসোসিশনের স্বার্থে কার্যনির্বাহী কমিটি সমোচিত মনে করলে ডিউটি তহবিলের টাকা সরকারি সিকিউরিটি, সঞ্চয়পত্র বা অন্য কোন লাভাজনক খাতে বিনিয়োগে করতে পারবে।

ধারা-৩২:ব্যাংক হিসাব পরিচালনা: অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাংক হিসাবসমূহ কোষাধ্যক্ষা এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক অথবা সভাপতি এর যৌথ স্বাস্থরে পরিচালিত হবে। কোন কারণে কোষাধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে বাকী দুই জনের যৌথ স্বাক্ষওে চলবে।

ধারা-৩৩: হিসাব নিরীক্ষা: সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা কর্তৃক নিয়োগকৃত হিসাব নিরীক্ষকের দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করাইয়া কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাসচিব/কোষাধ্যক্ষ তাহা বার্ষিক সাধারণ সবায় অনূমোদনে জন্য পেশ করবেন।

ধারা-৩৪: গঠনতন্ত্রের সংশোধনী:

ক. ক. গঠনতন্ত্রে ও বধি সংশোধনের প্রস্তাব কোবলমাত্র সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা এতদুদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সভায় বিবেচিত হবে। অ্যাসোসিয়েশনের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত কোন বিষয় এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করার পরই সাধারণ পরিষদের বাষিৃক বা অন্য কোন সভার আলোচ্যসূচীতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

খ. এরূপ প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটি বা যে কোন সদস্য সংশোধনের জন্য উত্থাপন করতে পারবেন।

গ. কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব প্রথমে কার্যনির্বাহি কমিটিতে বিবেচিত হবে এবং কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাদের মতামতসহ বিবেচনার জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা হবে।

ঘ. এই গঠনতন্ত্রেও কোন ধারা, উপ-ধারা বা শর্তেও পরিবর্তন, সংশোধন, সংকোচন, সংযোজন বা রদবদলের প্রয়োজন হইলে সাধারণ সভায় উপস্থত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে তাহা সংশোধন করা গণ্য হবে।

ধারা-৩৫: বিলুপ্তি: অ্যাসোসিয়েশনের বিলুপ্তির প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে অ্যাসোসিয়েশনের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়ার পর অ্যাসোসিয়েশন বিলুপ্তি হবে অথবা যদি ক্রমাগত তিন বছর ধরিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা এত কম হয় যাহা নির্বাহী কমিটি গঠনের জন্র প্রয়োজনীয়, তবে এসোসিয়েশন অবলুপ্ত হইয়াছে বলে গণ্য হবে।

ধারা-৩৬: বিলুপ্ত অ্যাসোসিয়েশনের সম্পত্তি: অ্যাসোসিয়েশন বিলুপ্তি হইলে, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অন্য কোন সিদ্ধান্ত না থাকিলে অত্র অ্যাসোসিয়েশেনের সকল দায়মুক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা-৩৭: নির্ভরযোগ্য পাঠ: বাংলায় এই গঠনতন্ত্রের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে; তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

ডি.পি.এস.ডি.ইউ. অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

বিধিমালা (Draft)

বিধি-১: অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হইবার যোগ্য এবং ইচ্ছুক ব্যক্তি সদস্যপদের জন্য নির্দিষ্ট ফরমে মহাসচিব বরাবর আবেদন করবেন। আবেদনকারীকে অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য পরিচয় করাইয়া দিবেন।

বিধি-২: নতুন সাধারণ সদস্যপদের আবেদনপত্রের সঙ্গে ??? টাকা প্রবেশ ফি ও এক বছরের জন্য দেয় চাঁদা ??? টাকা প্রদান করতে হবে। আজীবন সদস্যদের জন্য প্রবেশ ফি ??? টাকা এবং ???? টাকা চাঁদা জমা দিতে হবে।

বিধি-৩: কোন সাধারণ সদস্য বার্ষিক চাঁদা ডিসেম্বরের মধ্যে পরিশোধ না করলে সদস্য-সুবিধাদি ভোগের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ??? টাকা পুনঃপ্রবেশ ফি ও বর্তমান বছরের জন্য নির্ধারিত দেয় চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে সাধারণ সদস্যপদ পুনর্বহাল করা যাইবে।

বিধি-৪: কোন সদস্যের আচরণ কার্যনির্বাহী কমিটির মতে সদস্যপদ বাতিলের যোগ্য বলে বিবেচিত হলে তাকে তার সর্বশেষ প্রাপ্ত ঠিকানায় সাত দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠাতে হবে। তার জবাব (যদি তিনি দেন) কার্যনির্বাহী কমিটির মতামতসহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করতে হবে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁহার সম্পর্কিত বিষয়ে উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

বিধি-৫: একজন সদস্যের সদস্যপদ খারিজ হইলে কোন অবস্থাতেই পরিশোধকৃত কোন অর্থ তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়া হবে না।

বিধি-৬: কোন সম্মানিত সদস্যকে জীবন সদস্যপদ প্রদানের প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইতে হবে ও বার্ষিক সাধারণ সভায় এ বিষয়ে অবহিত করতে হবে।

বিধি-৭: পৃষ্ঠপোষক নিয়োগের প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বিবেচনার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত হবে।

বিধি-৮: সম্মানিত জীবন সদস্য, প্রধান পৃষ্ঠপোষক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় যোগদান এবং ভাষণদানের জন্য যোগ্য হবেন।

বিধি-৯: মহাসচিব সাধারণ পরিষদের সভার অন্তত দশ দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল প্রতাবের নোটিশ কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ করিবেন এবং এইসব প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হইলে তাহা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন।

বিধি-১০: যে কোন সদস্য সভাপতি এবং সাধারণ পরিষদের অনুমতিক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটির বিবেচনার জন্য প্রস্তাব আনিতে পারবেন।

বিধি-১১: কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি তিন মাসে ন্যূনপক্ষে একবার বৈঠকে বসিবে।

বিধি-১২: সভাপতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি এবং যদি তিনি বা সকল সহ-সভাপতি অনুপস্থিত থাকেন, সেইক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য একজন কার্যনির্বাহী সদস্য বিবেচিত হবেন।

বিধি-১৩: কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী মহাসচিব পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সভার সভাপতির অনুমোদন ও স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

বিধি-১৪: কার্যনির্বাহী কমিটির সকল নির্বাচন সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে।

বিধি-১৫: নির্বাচিত হইলে অ্যাসোসিয়েশনের কল্যাণে কাজ করিবেন-এই মর্মে প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যকে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন করতে হবে।

বিধি-১৬: কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা বা সদস্য অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হবেন ও তাহার পদ শূন্য হবে, যদি

ক. তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ হারান, অথবা
খ. সভাপতি/মহাসচিবকে তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ লিখিতভাবে না জানাইয়া পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

বিধি-১৭: অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে বা কাজের সুবিধার্থে মহাসচিব কোষাধ্যক্ষের নিকট দশ হাজার টাকা নগদ রাখতে পারবেন, তবে শর্ত থাকে যে,

ক. বিশেষ জরুরি অবস্থায় মহাসচিব সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অগ্রিম প্রদান করতে পারবেন।
খ. তবে এই বিধান ডিউটি তহবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

বিধি-১৮: বাজেট বরাদ্ধ

ক. অন্যরূপে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে, মহাসচিব বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে যে কোন একটি বিষয়ের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন।
খ. অনুরূপভাবে, বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে একজন যুগ্ম-মহাসচিব অন্যরূপে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে এক বিষয়ে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তবে,পরবর্তী কার্যনির্বাহী সভায় উক্ত খরচের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

বিধি-১৯: ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য চেক-এ স্বাক্ষরদাতাদের নমুনাসহি সভাপতি কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনের সীলমোহরসহ সত্যায়িত হইতে হবে।

বিধি-২০: ঢাকার বাইরে কোন স্থানে পঁচিশ জন সম্ভাব্য সদস্য থাকলে কমপক্ষে পাঁচজনের একটি সাংগঠনিক গ্রুপ শাখা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন। কমপক্ষে পনেরজনের সদস্যভুক্তির পর অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব বরাবর স্বীকৃতির জন্য দরখাস্ত করা যাইবে।

বিধি-২১: অ্যাসোসিয়েশনের শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন শাখা সম্পাদক, একজন সহকারী শাখা সম্পাদক ও ছয়জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

বিধি-২২: অ্যাসোসিয়েশনের একটি সীলমোহর থাকিবে, যাহা মহাসচিবের হেফাজতে থাকিবে।

বিধি-২৩:প্রত্যেক সদস্যকে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সদস্য-কার্ড বা পরিচয়পত্র দেওয়া হবে।

বিধি-২৪: সদস্য তালিকা

ক. অ্যাসোসিয়েশনের একটি সদস্য-বহি থাকিবে।
খ. মহাসচিব বরাবর লিখিত আবেদন করিয়া যে কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য-বহি পরিদর্শন করতে পারবেন।
গ. সদস্যদের শ্রেণী অনুসারে, বর্তমান বছরের দেয় চাঁদা এবং বকেয়া দেখাইয়া প্রতি বছর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে একটি নতুন সদস্য তালিকা তৈরি করিয়া তাহা পরিদর্শন ও যাচাইয়ের জন্য অফিস খোলার দিনগুলোতে অফিসে রাখা হবে এবং নির্ধারিত মূল্যে ইহার কপি খরিদ করা যাইবে অথবা ইহা হইতে ব্যক্তিগতভাবে নোট টুকিয়া নেওয়া যাইবে।
ঘ. সদস্য-বহি সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নোটিশের তারিখ পর্যন্ত পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাইবে।

বিধি-২৫: অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোন বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।